আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস

৩ ডিসেম্বর ২০০৭

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
সমাজসেবা অধিদপ্তর

'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত কর্মপরিবেশ'

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
ও জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এবছর ১৬তম 'আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস' পালিত হচ্ছে জেনে আমি খুশি হয়েছি। "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত কর্মপরিবেশ" এ বছর প্রতিবন্ধী দিবসের প্রতিপাদ্য সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় তাদের সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব। আমি আশা করি প্রতিবন্ধীদের জীবন-মান উন্নয়নে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান তাদের জন্য উপযুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে স্ব স্ব অবস্থান থেকে অবদান রাখবেন।

আমি আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসের সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে দেশের সকল প্রতিবন্ধী নাগরিক, সংশ্লিষ্ট সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের মৌলিক অধিকার রক্ষা এবং উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা আমাদের সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব। আমি আশা করি, এবারের আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসের প্রতিপাদ্য 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত কর্মপরিবেশ' এর আলোকে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়িক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন অর্থবহ কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসবেন। প্রতিবন্ধীরা যাতে কাজের যথাযথ সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করবেন। প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে সরকার ভাতা, অনুদান, প্রশিক্ষণ সহজ শর্তে ঋণসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। জাতিসংঘ ঘোষিত প্রতিবন্ধী অধিকার সনদে স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করা হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের সামাজিক নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষা এবং সামর্থ বাড়াতে আরও উদ্যোগী হতে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসে'র সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করি।

ড. ফখরুদ্দীন আহমদ

উপদেষ্টা
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ষোড়শ আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতি আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অধিকার ও স্বার্থ সুরক্ষায় বিশ্বের সকল দেশের সাথে বাংলাদেশেও এই দিবসটি যথাযথ মর্যাদা এবং বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

এবছর আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত কর্মপরিবেশ" বিশ্বে প্রায় সব দেশের মতো আমাদের দেশেও কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উপস্থিতির হার খুবই সামান্য। অথচ একবিংশ শতাব্দীতে প্রযুক্তিগত অগ্রযাত্রায় সকল মানুষের পক্ষে যখন স্বনির্ভর এবং অধিক কর্মক্ষম হয়ে উঠা সম্ভব হচ্ছে, তখন কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী মানুষের নগণ্য উপস্থিতি দুঃখজনক। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সামর্থ সম্পর্কে সমাজের প্রথাগত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে শ্রমবাজারে তাদের প্রবেশের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়েছে। শুধু কর্মক্ষেত্রেই নয়, পরিবার ও সমাজের অবহেলা, প্রথাগত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভুল ধারণার কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের অন্যান্য অধিকার থেকেও বঞ্চিত হন। ফলে সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত এই জনগোষ্ঠী রয়ে গেছে উন্নয়ন বঞ্চিত। কাজেই প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন তাদের বিষয়ে ব্যাপক সামাজিক সচেতনতা। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির পাশাপাশি তাদেরকে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে বেসরকারী উদ্যোক্তাদেরকেও এগিয়ে আসার জন্য আমি উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।
প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমাজের অবিচ্ছেদ অংশ, তাদেরকে বাদ দিয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়ন কখনোই সম্ভব নয়। আমাদের সংবিধান অনুযায়ী দেশের সকল নাগরিকের মতো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র দায়বদ্ধ। বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী তাদের প্রাপ্য আধিকার উপভোগ করবে, আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসের এই শুভক্ষণে আমি এমনটাই প্রত্যাশা করি।

আমি আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ২০০৭ এবং এই দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচীর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

মইনুল হোসেন

উপদেষ্টা
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ ৩ ডিসেম্বর ষোড়শ আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস। আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে আমি দেশের সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে দেশব্যাপী সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে দিবসটি উদযাপনের কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে, যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষায়, উন্নয়ন কর্মকান্ডে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

জাতিসংঘ কর্তৃক এবছর আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত কর্মপরিবেশ"। দেশ এবং স্থান ভেদে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার বিষয়টিতে ভিন্নতা রয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাজে সম্পৃক্ত করতে সরকারের পাশাপাশি দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও চাকুরীদাতাদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কর্মসংস্থানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুযোগ সৃষ্টি এবং সহকর্মীদের মাঝে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক সচেতনতা আনয়নের জন্য বেসরকারী উদ্যোক্তা, সরকার এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একসাথে ঘনিষ্টভাবে কাজ করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার আদায়ে ২০০৭ সাল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এবছর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদে স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ। সনদটি অনুসমর্থনের প্রক্রিয়াও প্রায় চূড়ান্ত। প্রতিবন্ধিতাকে কল্যাণের নয় বরং উন্নয়নের ইস্যু হিসেবে বিবেচনা করছে বর্তমান সরকার। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৭-০৮ অর্থবছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাইরে বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে পৃথক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন শুরু করেছে। এছাড়াও চলতি অর্থবছরে প্রথমবারের মতো জাতীয় বাজেটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে পৃথক বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

আমি আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস, ২০০৭ এর সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

গীতিআরা সাফিয়া চৌধুরী

সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ ৩ ডিসেম্বর ষোড়শ 'আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস' ২০০৭। এ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত কর্মপরিবেশ"। এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম এর যৌথ উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় এ দিবসটি উদযাপনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এ দিবসে দেশের সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য রইলো আমারা শুভ কামনা।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুসারে উন্নয়নশীল দেশের মোট জনসংখ্যার দশ ভাগ মানুষ কোন না কোন ভাবে প্রতিবন্ধী। সে হিসেবে বাংলাদেশে প্রায় এক কোটি চল্লিশ লক্ষ প্রতিবন্ধী রয়েছে। জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে দেশের সকল নাগরিকের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। উন্নয়নের মূল ধারায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করতে না পারলে তাদের উন্নয়ন যেমন সম্ভব নয় তেমনি সম্ভব নয় দেশের সার্বিক উন্নয়ন। শুধু আমাদের দেশেই নয় বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নানাভাবে প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখী হন। তাই সমাজে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম-অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হলে তাদের জন্য বাধাহীন পরিবেশ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসাবে আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে নিয়োজিত সকল ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে বদ্ধ পরিকর।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম ও পূর্নঅংশ- গ্রহণ নিশ্চিত করতে তাদের জন্য সহজ গমনাগমন, অবাধ তথ্য সরবরাহ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে বিশ্বাস করে ও সে অনুযায়ী সারা দেশে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

'আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস' ২০০৭ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অব্যহত সাফল্য কামনা করি।

এম. এ. হাই হাওলাদার

সভাপতি
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

বাণী

আজ ৩রা ডিসেম্বর ২০০৭ সন ১৬ তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন করা হচ্ছে। এ দিবসটি পালনের জন্য দেশব্যাপী সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে, যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্মান ও গুরুত্ব বৃদ্ধি করার একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে কর্মসংস্থান ও উপযুক্ত কর্মপরিবেশের গুরুত্ব বিবেচনা করে জাতিসংঘ কর্তৃক এবছর আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত কর্মপরিবেশ"। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে তাদের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি'র কোন বিকল্প নেই। জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদের ২৭নং ধারায় অন্য সকল নাগরিকের মতো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কর্মসংস্থানের অধিকারকে অগ্রাধিকার দেবার কথা বলা হয়েছে। প্রধানত: আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূলধারায় প্রতিবন্ধীগণকে সম্পৃক্ত করেই এ লক্ষ্য অর্জন করা জরুরী। এই স্বপ্ন পূরণের প্রথম পদক্ষেপে সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের একটি জরিপ করা এবং তাঁদের দারিদ্র নির্মূলসহ সকল কর্মকান্ডের জন্য একটি মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা জরুরী।

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন নতুন করে পথ চলা শুরু করেছে। যে মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই ফাউন্ডেশনকে পূর্ণগঠন করা হয়েছে। আশা করি সকলের সহযোগিতায় সেই লক্ষ্য অর্জনে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সক্ষম হবে।

আমি আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ততা প্রকাশ করে ইহার সফলতা কামনা করছি।

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী কর্মসংস্থান

মোশাররফ হোসেন
কান্ট্রি ডিরেক্টর
এ্যাকশন অন ডিজ্যাবিলিটি
এণ্ড ডেভেলপমেন্ট -এডিডি

বাংলাদেশের ১ কোটি ৪০ লক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অবস্থা, আকাংখা ও দাবী নিয়ে এ দিবসটি পালিত হয় সমাজে সচেতন সৃষ্টি ও দেশের নীতি নির্ধারক মহলকে সংবেদনশীল করার জন্য। এ দিবসে আমাদের প্রত্যাশা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী কর্মসংস্থান।
বাংলাদেশের সংবিধানের ২৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সকল সুবিধা বঞ্চিত নাগরিকের জন্য সরকারি কর্মক্ষেত্রে সুযোগ সুষ্টির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা। সরকার জাতিসংঘ ঘোষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সনদে স্বাক্ষর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এর অর্থ, আন্তর্জাতিক এ আইনটি মেনে চলতে হবে এবং সে অনুযায়ী দেশের প্রচলিত আইন সংশোধন করতে হবে। জাতিসংঘ সনদের ২৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সরকারি চাকুরীতে নিয়োগ, কারিগরি ও বৃত্তি মূলক প্রশিক্ষণ এবং আত্ম কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বাংলাদেশে সিভিল সার্ভিসে অংশগ্রহণ করতে পারে না। সে অবস্থার আজও পরিবর্তন হয় নি। "পিএসসি'র" নীতিমালা সংশোধন অপরিহার্য। 'কর্মসংস্থান' প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার যা রক্ষা করা কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সরকারের নৈতিক ও সাংবিধানিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। এ দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার অর্থ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির দীর্ঘশ্বাস বাড়ানো, তাদেরকে আরো বেশী অসহায়ত্বের দিকে ঠেলে দেওয়া। বিশ্বের অনেক দেশের, মতো বাংলাদেশেও অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দক্ষতা, দৃঢ় প্রত্যয় ও পেশাদারীত্বের সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকুরী না দেওয়ার পেছনে দুটো ধারনা কাজ করে। একটি মনস্তাত্বিক ও অন্যটি অর্থনৈতিক। নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান মনে করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা অদক্ষ, যথাযতভাবে কাজ করতে পারবে না। নিয়োগকর্তাদের মধ্যে এক ধরনের ভীতিও কাজ করে যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগ দিলে বেশী খরচ পড়তে পারে। প্রায়শই বলতে দেখা যায়, একজন সক্ষম ব্যক্তিকে পেলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে নিয়োগ দেব কেন? প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা প্রমাণ করেছে তারাও অ-প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মতই সমান সক্ষম। সমস্যাটা সক্ষমতায় নয়, সমস্যাটা হলো সুযোগ সৃষ্টি করতে ব্যর্থতায়, সমস্যাটা হলো মানসিক দৈন্যতায়।
এ প্রবন্ধের লেখকও একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, যিনি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার কান্ট্রি ডাইরেক্টরের দায়িত্ব পালন করছেন,
এরকম আরো উদাহরণ এ দেশে রয়েছে। যুক্তরাজ্যে ৩% থেকে ৬% প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সিভিল সার্ভিস সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত আছে। ভারত সরকার সিভিল সার্ভিসে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ৫% কোটা নির্ধারণ করা করেছে। বাংলাদেশ কর্ম কমিশনে নিয়োগের কোটা হল ৪৫% মেধাভিত্তিক, ৩০% মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্য, ১০% নারী, ১০% জেলাভিত্তিক এবং ৫% আদিবাসীদের জন্য। দেশের পিছিয়ে পড়া ১০% জনগোষ্ঠি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কোন কোটা নেই, এবং তাদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগও নেই।

এবারের আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে প্রস্তাবনা, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে ৫% কোটা, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বেতন ভাতার উপর কমপক্ষে ৫ বছরের জন্য আরোপিত কর মওকুফ, এনজিওতে কমপক্ষে ১০% কর্মসংস্থান, উপযোগী ঋণ কার্যক্রম চালু, এবং সরকরের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর চাকুরীতে ১০% কোটার পূর্ণ বাস্তবায়ন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উপযোগী কর্মসংস্থান আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসে এই হোক আমাদের সবার অঙ্গীকার।

মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদপ্তর

বাণী

আজ ৩ ডিসেম্বর ষোড়শ আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ২০০৭। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এ দিবসটি পালিত হচ্ছে। দিবসটি পালনের উদ্দেশ্যে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে প্রতিবছর এ দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।

জাতিসংঘ কর্তৃক এবছর আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ২০০৭-এর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত কর্মপরিবেশ"। উপযুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমেই কর্মসংস্থানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অবাধ প্রবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব।

সমাজসেবা অধিদফতর বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্নমুখী কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। এর মধ্যে রয়েছে- আয়বর্ধণমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে সুদমুক্ত ঋণ বিতরণ; কাজ করতে সক্ষম নন এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাসিক ভাতা প্রদান; এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বসিন কার্যক্রম; হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম; দৃষ্টি, শ্রবণ ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয় পরিচালনা; কম্পিউটার সমৃদ্ধ ব্রেইল প্রেস, প্লাস্টিক সামগ্রী উৎপাদন কেন্দ্র এবং মিনারেল ওয়াটার প্লান্ট পরিচালনা; দৃষ্টি ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনা এবং মিরপুরস্থ জাতীয় বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিএসএড কোর্সে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসহ প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহী করে তুলতে এ বছরই বিশেষ শিক্ষা উপবৃত্তি চালু করা হয়েছে।

আমি সকল প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীসহ ব্যক্তির উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

হাফিজুল ইসলাম মিয়া

যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন)
ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

বাণী

এ বছরের শ্লোগান হচ্ছে, 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত কর্মপরিবেশ'। এই মৌলিক ও মানবিক শ্লোগানকে সামনে রেখে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য সম্মানজনক কাজ -এর নিশ্চয়তা করার নীতিগত বিষয়টি আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে হবে।

এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর চাকুরীতে এতিম ও প্রতিবন্ধীদের জন্য ১০% কোটা ঘোষণা করেছে। এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন হওয়া জরুরী। এছাড়া ২০০২ সালে সরকার ১ম ও ২য় শ্রেণীর চাকুরীতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিয়োগের ক্ষেত্রে বাঁধা-নিষেধ তুলে নেয়ার এবং সকল প্রথম শ্রেণীর সরকারী চাকুরীতে ১% কোটা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য সংরক্ষিত রাখার ঘোষণা দিয়েছে। এটিরও আও বাস্তবায়ন হওয়া প্রয়োজন। তবে সরকার প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশনের মাধ্যমেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়ণে কাজ করে যাচ্ছে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সামষ্টিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মেধানুযায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্মানজনক কাজের নিশ্চয়তা প্রদান করলে দেশের উন্নয়ণ ত্বরান্বিত হবে। জাতি উপকৃত হবে। একটি বিশাল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী উৎপাদনমুখী উন্নয়ণে একাত্ব হতে পারবে। বিশ্বে আমাদের অবস্থান সুদৃঢ় হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, পরিবার যেমন সম্মানিত হবে, আমরাও সম্মানিত হবো জাতির কাছে, বিশ্বের কাছে।

ড. খোন্দকার শওকত হোসেন

NFOWD
সভাপতি
জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম

বাণী

আজ ৩ ডিসেম্বর, ২০০৭ ষোড়শ আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস। জাতিসংঘ কর্তৃক এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত কর্মপরিবেশ"। এই দিনে জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম বিশ্বের সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তাঁদের পরিবার এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে নিয়োজিত সকল সরকারী ও বেসরকারী সংগঠনসমূহকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। কর্মজীবী প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার সুসংহত করতে প্রয়োজনীয় আইন অধিকাংশ দেশেরই নেই। এর ফলে প্রতিবন্ধিতার কারণে একজন ব্যক্তি বৈষম্যের শিকার হন এবং শ্রমবাজারে তাদের প্রবেশ হয়ে পড়ে খুবই সীমিত। অবশ্য এই বৈষম্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনে শুরু হয় আরো আগে থেকেই, যা তাদেরকে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জন থেকে বঞ্চিত করে। প্রয়োজনীয় আইন ও নীতির অভাবের কারণে জীবনের শুরুতেই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় প্রতিবন্ধী মানুষেরা। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী প্রশিক্ষনের সুযোগ খুবই সীমিত। এছাড়াও কাজে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রবেশগম্য যানবাহন এবং উপযোগী কর্মপরিবেশ না থাকার বৈষম্যও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে দুরে সরিয়ে রেখেছে। কাজেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত করতে হলে প্রথমেই নিশ্চিত করতে হবে তাদের শিক্ষা লাভের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে তাদের জন্য উপযোগী প্রশিক্ষণ। সদ্য গৃহীত জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদের ২৭ নং ধারায় অন্য সকল নাগরিকের মতো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কর্মসংস্থানের অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। এখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পছন্দ অনুযায়ী কাজের সুযোগ এবং তাদের জন্য গ্রহনযোগ্য ও উপযুক্ত কর্মপরিবেশ প্রাপ্তির অধিকারের কথা বলা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদে বাংলাদেশ সরকার স্বাক্ষর এবং অনুসমর্থন করেছে। আমরা আশা করি, বাংলাদেশ সরকার অচিরেই এই সনদের 'ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান' অনুমোদন করবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা মূল স্রোতধারায় কর্মের সুযোগ পাবে এবং সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হবে। এই কামনা করছি।

খন্দকার জহুরুল আলম

সৌজন্যেঃ
এ্যাকশন অন ডিজ্যাবিলিটি এণ্ড ডেভেলপমেন্ট -এডিডি
সোনালী ব্যাংক